সুনামগঞ্জ

মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ

লিখেছেন **নিজামুল হক বিপুল**

কেস স্টাডি-১

ছয় বোন, দুই ভাইয়ের মধ্যে পঞ্চম আর ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়। মা-বাবার অতি আদরের সন্তান। যখন দাবি করত সঙ্গে সঙ্গে সেই দাবি মিটিয়ে দিতেন মা-বাবা। এ জন্য যতো কষ্টই হোক তা বিন্দুমাত্রও বুঝতে দিতেন না সন্তানকে। অথচ কারো বিশ্বাস হোক আর নাই হোক বিশ বছরের ওই সন্তানেরই মৃত্যু কামনা করছেন মা-বাবাসহ পরিবারের সব সদস্য! কারণ শুধু একটাই– মা-বাবার আদরের সন্তান আর ভাই-বোনদের আদরের ভাইটি এখন হেরোইন আসক্ত।

তার জন্মদাতা হতভাগা বাবার মুখেই শোনা যাক কেন তার ছেলেটির মৃত্যু কামনা করছেন।

জোছনার শহর সুনামগঞ্জ। শহরের তেঘরিয়া এলাকা। ওই এলাকার একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য ওই তরুণ। (তার বাবার অনুরোধে তার ও তার বাবার নাম রিপোর্টে উল্লেখ করা হলো না)। এলাকায় পরিবারটির বেশ নাম-ডাক রয়েছে। এলাকার যেকোনো বিচার-সালিশে তরুণটির বাবাকে ডাকা হতো। পরিবারের সাত সন্তানের মধ্যে পঞ্চম আর ছেলেদের মধ্যে দ্বিতীয় হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই তার প্রতি ছিলো সবার সুনজর। এলাকায়ও ভালো ছেলে হিসেবে তার পরিচিতি ছিল। পরিবারের সব সন্তানই লেখাপড়ায় ছিলো ভালো। সেও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। মা-বাবা ও ভাই-বোনদের আগ্রহে তাকে ভর্তি করা হয় স্থানীয় একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুলে। সে যখন যা দাবি করতো তার সব দাবিই মুহূর্তের মধ্যে মিটিয়ে দেয়া হতো। ছাত্র হিসেবে মেধাবী হওয়ায় কিন্ডার গার্টেনে পড়াবস্থায় তাকে দু'জন প্রাইভেট শিক্ষক রেখে দেয়া হয়। এ কথাগুলো ছেলেটির বাবার মুখের। সুনামগঞ্জ শহরের একটি দোকানে বসে অকপটে বলে যাচ্ছিলেন ওই হতভাগা বাবা। এ সময় তার চোখে মুখে ছিলো কষ্টের ছাপ, দু'চোখ জুড়ে জল টলটল করছিল।

কিন্তু হঠাৎ করে সে কেন এরকম বদলে গেল? তার বাবা বলছিলেন, অষ্টম শ্রেণীতে উঠে ছেলেটি লেখাপড়া বাদ দিয়ে দেয়। তারপর বিগত সরকারের আমলে জড়িয়ে পড়ে সরকারি দলীয় রাজনীতির সঙ্গে। রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় সে হয়ে ওঠে দুর্ধর্ষ ক্যাডার। দলীয় নেতারা তাকে নিজেদের স্বার্থে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করতে শুরু করে। এক সময় দেখা যায়, সে নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠছে। তার বাবার কথায়, প্রায় দু'বছর পূর্ব থেকে সে হেরোইন সেবন শুরু করে। তবে সে কখনো বাসা থেকে টাকা-পয়সা নিত না। ক্যাডার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকায় তার টাকা-পয়সার খুব একটা অভাব ছিলো না! সে এতোটা ভয়ঙ্কর ছিলো যে, তার কোনো কাজে কেউ বাধা দিতো না! চোখের সামনে ছেলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখেও মানসম্মানের ভয়ে বাবা হয়েও ছেলেটিকে বাধা দিতে পারেননি! ছেলেটির এ অবস্থার জন্য কারা দায়ী জানতে চাইলে অসহায় বাবা বললেন, প্রথমত রাজনীতি। আর দ্বিতীয়ত জাহাঙ্গীর। সুনামগঞ্জের হেরোইনসেবীদের গুরু জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরই আমার ছেলের সর্বনাশ করেছে।

ছেলেটিকে সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনতে দফায় দফায় পাঁচবার চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এজন্য পরিবারটির খরচ হয়েছে অন্তত দুই লাখ টাকা।

মাদকের বিরুদ্ধে সুনামগঞ্জের সর্বস্তরের মানুষের গণর‍্যালি

মা এই ছেলেকে নেশার জগত থেকে ফেরাতে চান

প্রতিবারই সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। সবার পায়ে-হাতে ধরে মাফ চেয়েছিলো। কিন্তু সুস্থ হয়ে ফিরে আসার ১৫-২০ দিন গত হতে না হতেই দেখা যায়, পুরনো সাঙ্গপাঙ্গরা ছেলেটিকে আবারও পুরনো পথে টেনে নিয়ে যায়। এই কারণে অতিষ্ঠ হয়ে বর্তমানে চিকিৎসার পথ থেকে সরে এসেছে তার পরিবার– বলছিলেন তার বাবা। তার বাবার ভাষায়, ছেলেটি এখন নষ্টের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এজন্য তাকে আর চিকিৎসা করাবেন না। তাই বলে তো নিজের সন্তানকে ফেলে দেবেন না? একথা বলতেই প্রচণ্ড কষ্ট বুকে চেপে রেখে পঞ্চান্নোর্ধ্ব ছেলেটির বাবা রেগে গিয়ে বললেন, এখন যদি কেউ তাকে মেরে ফেলত তাহলে শান্তি পেতাম। তিনি বলেন, পরিবারের কোনো সদস্যই এখন তাকে পছন্দ করে না। সবাই ঘৃণা করে। কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। এমনকি খেতে বসলে কেউ তাকে ভাত পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চায় না! ছেলেটির হতভাগা বাবা আরো বললেন, বাসায় সে কোনো যন্ত্রণা করে না। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই পাড়ার লোকজন তার বিরুদ্ধে বিচার দেয়। এতেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। পরিবারের মান-সম্মান বলতে এখন আর কিছুই নেই। তার মা তো যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে প্রায় প্রতিদিনই বলেন, ছেলেকে পুলিশে তুলে দাও!

কেস স্টাডি-২

নূর হোসেন। বয়স বাইশের ঘরে। এই বয়সে পাড়ার বা শহরের অন্য দশটা ছেলের মতো তারও কলেজে লেখাপড়ার কথা ছিলো। সুনামগঞ্জ শহরের তেঘরিয়া এলাকার নিম্নবিত্ত পরিবারের এই যুবকটি কিন্তু লেখাপড়ার বদলে হেরোইন আসক্ত! হেরোইন নামক বিষাক্ত মাদকটি তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সমাজের চোখে সে হেরোইনখোর নূর হোসেন।

কিন্তু নূর হোসেন কেন এরকম হলো? কে তার এতো বড় সর্বনাশ করলো? এই দুটি ছোট্ট অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে আবারও জাহাঙ্গীর কাহিনী। কেস স্টাডি-১-এ যার কথা উল্লেখ করেছেন হেরোইন আসক্ত তরুণটির হতভাগা বাবা, সুনামগঞ্জের মাদক রাজ্যের সম্রাট কুখ্যাত জাহাঙ্গীর সর্বনাশ করেছে নূর হোসেনের। মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে তাকে। শুধু নূর হোসেন কিংবা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হেরোইন আসক্ত সেই তরুণটি নয়, এরকম আরো অসংখ্য কিশোর, তরুণ, যুবকদের সর্বনাশ করেছে জাহাঙ্গীর। এই সংখ্যা কমপক্ষে তিন থেকে চারশ'র মধ্যে হবে।

কেস স্টাডি-১-এর সেই তরুণটি এক পুরিয়া হেরোইনের জন্য তার মা-বাবা কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদের যন্ত্রণা না করলেও নূর হোসেন কিন্তু নেশা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার মাকে ভীষণ যন্ত্রণা করে। হতভাগী জননী তখন নিজ হাতে এক পুরিয়া হেরোইন তুলে দেন নিজ সন্তানের হাতে! উদ্দেশ্য একটাই, সন্তানকে বাঁচাতে চান! কেস স্টাডি-১-এর তরুণটির মা-বাবা সন্তানের মৃত্যু কামনা করলেও নূর হোসেনের জননী তাকে বাঁচাতে চান। কিন্তু ছেলের চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ দরিদ্র মায়ের পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। তাই তিনি ছেলেকে বাঁচাতে বিষ এনে দিচ্ছেন ছেলের মুখে! নিয়তির...।

জ্যোৎস্না কাহিনী

বৃহত্তর সিলেটের মাদক রাজ্যে জ্যোৎস্নার দোর্দন্ড দাপট। না, আকাশ ভেঙেপড়া সুনামগঞ্জের সেই জোছনা নয়। এ হচ্ছে 'জ্যোৎস্না বেগম'। সিলেটের হেরোইন রাজ্যের রানী জ্যোৎস্না বেগম। তার হাত গলেই হেরোইন পৌঁছে যাচ্ছে গোটা সিলেট বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত। সম্প্রতি সুনামগঞ্জেও জ্যোৎস্না'র হাত ধরে হেরোইন পৌঁছেছে সেখানে। ম্লান করে দিয়েছে আকাশ ভেঙেপড়া প্রকৃতির জোছনাকে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, সিলেটের কুখ্যাত মজিদ ডাকাতের মেয়ে জ্যোৎস্না বেগম একটি সংঘবদ্ধ মাফিয়া সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সিলেটের প্রত্যন্ত জনপদগুলোতে পৌঁছে দিচ্ছে হেরোইন। নিষিদ্ধ এই নেশায় আসক্ত হয়ে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বিয়ানীবাজারসহ বিভিন্ন জনপদের কিশোর-তরুণ-যুবকরা ভাসছে নেশার বন্যায়। অন্যদিকে জ্যোৎস্না লুফে নিচ্ছে কাঁচা টাকা। সিলেটের এই হেরোইন রানীর বিরুদ্ধে থানায় অন্তত পাঁচটি মামলা থাকলেও পুলিশ তার আঁচলের নাগালও পাচ্ছে না।

চলছে গণস্বাক্ষর অভিযান, যুবকদের সম্পৃক্ততা প্রশংসনীয়

একজন মউজদীন এবং...

১১ মে, শনিবার। দুপুর সাড়ে বারোটা। সুনামগঞ্জের হেরোইন বিরোধী সামাজিক আন্দোলনের আহ্বায়ক ও পৌর চেয়ারম্যান কবি মমিনুল মউজদীনের একটি ছোট্ট ইন্টারভিউ গ্রহণের জন্য স্থানীয় সাংবাদিক একেএম মুহিমকে সঙ্গে নিয়ে পৌরসভা ভবনে ঢুকতেই সিঁড়িতে দেখা চেয়ারম্যানের সঙ্গে। কোনো কিছু বলার আগেই বললেন, আপনারা বসেন পাঁচ মিনিট, আমি আসছি। ব্যস্ত মউজদীন উঠে পড়লেন গাড়িতে। পৌরসভা ভবনে ঢুকে জানা গেল, ১২ মে'র গণর‍্যালির বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে তিনি হাসপাতালে গেছেন।

পনেরো মিনিট পর চেয়ারম্যান এলেন। নিজ কক্ষে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, মিনিট পনেরো কথা হলো তার সঙ্গে। ইন্টারভিউ শেষ হতে না হতেই আবার বেজে উঠল টেলিফোন। আমাকে এই মূহূর্তে এক জায়গায় যেতে হবে বলেই খুব ব্যস্ত চেয়ারম্যান ছুটে গেলেন গণর‍্যালির আরেকটি প্রস্তুতি সভায়।

বিকেল সাড়ে তিনটা। প্রথম আলো'র সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি উজ্জ্বল মেহেদী আবারও নিয়ে গেলেন পৌরসভায় চেয়ারম্যানের কক্ষে। কিন্তু মউজদীন ব্যস্ত। লোকজন এসেছেন। তাকে এখনই গণসংযোগে বের হতে হবে। চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। তিনি পৌরসভা থেকে বের হয়ে রাস্তার পাশের ব্যবসায়ী, সামনে পাওয়া প্রতিটি লোককে অনুরোধের সুরে বললেন, আগামীকালের (১২মে) গণর‍্যালিতে যেন উপস্থিত থাকেন। এরপর তিনি ঢুকলেন পৌর বিপণীতে। একে একে প্রত্যেকটি দোকানে গেলেন। সবার প্রতি আহ্বান জানালেন গণর‍্যালিতে যোগ দেয়ার। বিকেলটা কাটিয়ে দিলেন শহরের ব্যবসায়ীদের মাদকবিরোধী গণর‍্যালিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে। ১২ মে দেখা গেল, ব্যবসায়ী তথা সর্বস্তরের নাগরিক, শ্রেণী-পেশার মানুষ মউজদীনের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নেমে এসেছেন রাস্তায়। গণর‍্যালিতে।

মমিনুল মউজদীন যে শুধুমাত্র মাদকবিরোধী আন্দোলনে এতো তৎপর তা কিন্তু নয়। ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, সুনামগঞ্জের প্রতিটি আঞ্চলিক ইস্যুতে গড়ে ওঠা আন্দোলনেই মউজদীন ছিলেন তৎপর। তার তৎপরতায় শহরবাসী দারুণ মুগ্ধ। তার প্রতি মানুষের রয়েছে অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর সম্মান। সুনামগঞ্জের যেকোনো আঞ্চলিক ইস্যুতে শহরবাসীর ত্রাণকর্তা কবি মউজদীন যখনই আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন, তখনই ঝাঁপিয়ে পড়েছে শহরের প্রতিটি নাগরিক। দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন লোকজন।

সুনামগঞ্জবাসীর দারুণ সৌভাগ্য। রাজশাহীর জামাত খান, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোতা ভাইয়ের মতো তারাও পেয়েছেন একজন মউজদীনকে। কবি মমিনুল মউজদীনকে। হাছন রাজার বংশধর এই ব্যক্তিটি সুনামগঞ্জবাসীর সুখ-দুঃখের সঙ্গী। এলাকাবাসীর জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। অবশ্য মউজদীন আলাপচারিতায় ২০০০কে বলেছেন, 'এ শহর আমাদের নিজেদের শহর। ধানের শহর, গানের শহর, কবিতার শহর। আর এ শহরের ভালো-মন্দ দেখার দায়িত্ব তো আমাদের সকলের। সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই আমি যেকোনো আন্দোলনে শহরবাসীর সঙ্গে থাকি।'

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের গলাবাজিতে মানুষ এখন আর কোনো কিছুই বিশ্বাস করেন না। জনগণের দুর্দিনে তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে নেতারা ব্যস্ত নিজেদের আখের গোছাতে। তাই জনগণের দুর্দিনে দেশের প্রতিটি শহরে এখন বড় বেশি প্রয়োজন একজন জামাত খান, ভোতা ভাই কিংবা কবি মমিনুল মউজদীন।

ধানের শহর, গানের শহর, কবিতার শহর সুনামগঞ্জ। নদী আর হাওর পরিবেষ্টিত পল্লী শহর সু-না-ম-গ-ঞ্জ।... লেখক হুমায়ূন আহমেদের জোছনার শহর সুনামগঞ্জ। এই শহরেরই সন্তান মরমী শিল্পী হাছন রাজা। ধান, গান, কবিতা আর জোছনার শহর সুনামগঞ্জের নাম-ডাক গোটা দেশজুড়ে। ভরা পূর্ণিমায় মন খুলে জোছনা উপভোগ করতে শহরের স্টিট লাইট নিভিয়ে দেয় সুনামগঞ্জ পৌরসভা। শহরের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীরাসহ জোছনা প্রেমিক শহরবাসীরা

তখন জোছনা উপভোগ করতে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। অসংখ্য গুণে গুণান্বিত আর সুনামে ভরপুর সুনামগঞ্জ শহরে এখন দেখা দিয়েছে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়! এই বিপর্যয়ের নাম আবার হেরোইন! হেরোইনের নিচে হারিয়ে যাচ্ছে জোছনা। হারিয়ে যাচ্ছে সুনামগঞ্জের 'সুনাম'। শহরের নতুন প্রজন্মের একটা অংশ জোছনার পরিবর্তে হেরোইন নামক বিষাক্ত মাদকে আসক্ত হয়ে হয়ে পড়ছে বিপথগামী।

সন্ত্রাস, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, খুন, ধর্ষণে ছেয়ে গেছে গোটা দেশ। বাড়ছে মাদকসেবীদের সংখ্যা। অপরাধীরা দাবড়ে বেড়াচ্ছে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। সবকিছুই ঘটছে প্রশাসন যন্ত্রের চোখের সামনে। কিন্তু প্রশাসন যেন রহস্যজনক কারণে নির্বিকার। সীমান্ত গলিয়ে বিষাক্ত মাদকদ্রব্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবেশ করলেও প্রশাসন যেন এসবের কিছুই দেখছে না। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মাদকে আসক্ত হয়ে পড়লেও এদের নিয়ে কেউ ভাবছে না। রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি আর আখের গোছাতে ব্যস্ত। এসব নিয়ে তাদের ভাববার সময় কোথায়!

হাছনরাজার জন্মভূমি হাওর কন্যা সুনামগঞ্জ শহরে অস্ত্রের ঝনঝনানি কিংবা সন্ত্রাসী চাঁদাবাজদের দাপট খুব একটা না হলেও হেরোইন ব্যবসায়ী ও সেবীদের দাপট বাড়ছে দিনে দিনে। দেশের অন্য অঞ্চলের মতো সুনামগঞ্জের 'সুনাম' ক্ষুণ্ন করতে এখানেও হেরোইন ব্যবসায়ীরা তাদের জাল ফেঁদেছে অতি সন্তর্পণে। সেই জালে ধরা পড়েছে সুনামগঞ্জের কিশোর-তরুণ-যুবকরা। আসক্তদের বড় অংশই শহরের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত দরিদ্র পরিবারের অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত সন্তান। হেরোইন আসক্ত সন্তানদের অত্যাচার আর জ্বালা-যন্ত্রণায় বিষিয়ে

'পুলিশ যদি সর্বাত্মক সহযোগিতা করে তবে এই নেশা সুনামগঞ্জ থেকে চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে'

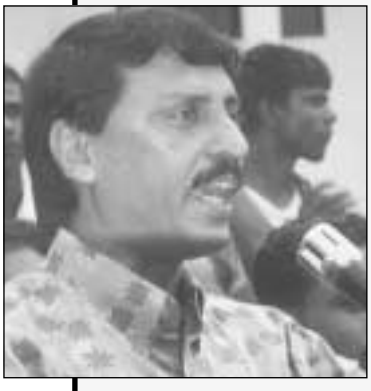

মমিনুল মউজদীন
চেয়ারম্যান, সুনামগঞ্জ পৌরসভা

সাপ্তাহিক ২০০০ : সুনামগঞ্জ শহরে হেরোইন তথা মাদকের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করেছেন তার বর্তমান অবস্থা কি?

মমিনুল মউজদীন : আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে হেরোইন তথা নেশার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছি অর্থাৎ জনগণকে সচেতন করার আন্দোলন তাতে সুনামগঞ্জবাসীর ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। জনগণের সচেতনতার কারণে আমাদের এই আন্দোলন ভালোভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : কোনো রকম প্রতিরোধের মুখোমুখি...

মমিনুল মউজদীন : কিছু কিছু বাধা তো আসবেই। তবে প্রকাশ্যে নেই। ভেতরে ভেতরে থাকতে পারে। শহরবাসী যার যার সাধ্যমত সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। জনগণের মাঝ থেকে কোনো বাধা আসেনি। কোনো প্রতিপক্ষ নেই। যতদূর মনে হয়, শুধু নেশার ব্যবসায়ীরা হয়তো ক্ষিপ্ত।

২০০০ : এই শহরের হেরোইন ব্যবসা কখন, কিভাবে শুরু হয়?

মমিনুল মউজদীন : শহরটা একদম ছোট। এজন্য অনেক কথাই বলা যায় না, বুঝে নেন।

২০০০ : প্রথম থেকে কি কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি?

মমিনুল মউজদীন : আমরা মনে করি, এটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এটি এখনই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এজন্য আমরা একটা সামাজিক আন্দোলনে নেমেছি।

২০০০ : কি হেরোইন ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করেছেন? করে থাকলে তাদের বিরুদ্ধে কিরকম ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে?

মমিনুল মউজদীন : এখানে ব্যবসার কিন্তু রকমভেদ আছে। অনেকে আছে এই ব্যবসার অন্তরালে, যারা পয়সা খাটায়। অনেকে আছে যারা সিলেট থেকে সরাসরি হেরোইন নিয়ে এসে ব্যবসা করছে। আর একটা অংশ ছোট ছোট ব্যবসায়ী। যারা নিজেরা বিক্রি করে এবং সেবনও করে। আমরা এদের চিহ্নিত করে সামাজিকভাবে বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাশাপাশি শহরের পাড়ায় পাড়ায় এদের বিরুদ্ধে আন্দোলনও গড়ে তুলবো।

২০০০ : হেরোইন বিরোধী সামাজিক আন্দোলনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি রকম সহযোগিতা পাচ্ছেন?

মমিনুল মউজদীন : আমরা ইতিপূর্বে দুর্নীতি, নকল, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। বর্তমানে হেরোইনসহ মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেছি। বর্তমানে প্রশাসন থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি। তবে আরো বেশি করে সহযোগিতার প্রয়োজন। আর এ শহর তো আমাদের নিজের শহর। সুনামগঞ্জকে বলা হয় গানের শহর, ধানের শহর, কবিতার শহর। সুতরাং সর্বাগ্রে এ শহর রক্ষার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের।

২০০০ : এ অবস্থায় এদের ভালো করতে কি রকম পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন?

মমিনুল মউজদীন : এ ব্যাপারে আমরা সুনামগঞ্জ ভিত্তিক একটা চিকিৎসা তহবিল করতে চাচ্ছি। যারা স্বেচ্ছায় ফিরতে চায় তাদের চিকিৎসা প্রদান করা হবে। আমরা তিনটি পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রথমত, হেরোইন ব্যবসা সুনামগঞ্জে চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া। এজন্য পুলিশকে শক্ত ভূমিকা রাখতে হবে। আমরাও এদের বিরুদ্ধে সামাজিক অবস্থান নিয়েছি। ইতিমধ্যে পাড়ায় পাড়ায় এদের বয়কট করছি। দ্বিতীয়ত, নতুন প্রজন্মের কিশোর-তরুণরা যাতে এ পথে পা না বাড়ায় এ জন্য আমরা সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে যাব এবং তৃতীয়ত, সুনামগঞ্জে মাদকাসক্তদের সেবা প্রদানের জন্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা।

২০০০ : এই আন্দোলনে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কেমন?

মমিনুল মউজদীন : ইতিপূর্বে আঞ্চলিক অর্থাৎ স্থানীয় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছে এর সবগুলোতেই সুনামগঞ্জবাসী দলমত নির্বিশেষে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বর্তমান মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলনেও সুনামগঞ্জের লোকজন দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ। আর এটাই হচ্ছে গোটা দেশের মধ্যে সুনামগঞ্জবাসীর বড় অর্জন, এখানেই গোটা দেশের সঙ্গে সুনামগঞ্জের পার্থক্য। অর্থাৎ যেকোনো আঞ্চলিক ইস্যুতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সুনামগঞ্জবাসী ঐক্যবদ্ধ।

২০০০ : আপনি তো এই সামাজিক আন্দোলনের অগ্রনায়ক। আন্দোলনের সফলতার ব্যাপারে কতোটা আশাবাদী?

মমিনুল মউজদীন : মাদকবিরোধী আন্দোলনে সুনামগঞ্জ শহরবাসীর কাছ থেকে যেরকম সাড়া পাচ্ছি, আমার বিশ্বাস আমরা খুব শিগগিরই এ আন্দোলনে সফল হব। আর পুলিশ প্রশাসন যদি সর্বাত্মক সহযোগিতা করে তাহলে এই নেশা সুনামগঞ্জ থেকে চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে।

উঠেছে মা-বাবাসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা। কেউ কেউ সন্তানকে বাঁচাতে অর্থাভাবে চিকিৎসার বদলে নিজ হাতে সন্তানের মুখে দিচ্ছে বিষাক্ত হেরোইনের পুরিয়া! আবার কেউ কেউ একাধিকবার বিপুল অর্থব্যয়ে সন্তানেরা চিকিৎসা করে সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে সন্তানের মৃত্যু কামনা করছেন!

সুনামগঞ্জ বারের সাবেক সভাপতি আইনজীবী বজলুল মজিদ চৌধুরী (খসরু)-র মতে, সুনামগঞ্জে হেরোইনের বিষাক্ত ছোবল প্রথম পর্যায় পেরিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে পা রেখেছে। এ অবস্থায় সুনামগঞ্জের প্রশাসন ইতিমধ্যে মাদক ঠেকাতে যতোটা না তৎপর হয়েছে তার চেয়ে বেশি দক্ষতা অর্জন করেছে গলাবাজিতে। মাদকের ভয়াবহ বিস্তারে সুনামগঞ্জবাসী ভীষণ চিন্তিত। এ জন্য তারা স্থানীয় প্রশাসনের ওপরে ভরসা না রাখতে পেরে নাটোরের লাঠি-বাঁশি সমিতির মতো সুনামগঞ্জের 'সুনাম' রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন হাছন রাজার প্রপৌত্র পৌর চেয়ারম্যানে কবি মমিনুল মউজদীনের নেতৃত্বে। মাদকের বিরুদ্ধে সেখানে গড়ে উঠেছে সামাজিক আন্দোলন।

এ রকম অসংখ্য নারী এসেছিলেন গণর‍্যালিতে যোগ দিতে। তাদের সন্তানদের ভবিষ্যত চিন্তা করে উদ্বিগ্ন। এই আন্দোলন তাদের আশার আলো দেখাচ্ছে। মাদকের বিরুদ্ধে খন্ড মিছিল

সুনামগঞ্জে মাদক ঢুকল যেভাবে

নদী আর হাওর পরিবেষ্টিত ছোট্ট শহর সুনামগঞ্জ। রিকশায় গোটা শহর ঘুরতে একঘন্টার বেশি সময় লাগবে না। শহরটা এতোই ছোট যে শহরের বাসিন্দা প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে। এক কথায় প্রতিটি মুখই চেনা-জানা। আর এদের কাছে সবচেয়ে চেনা-জানা হচ্ছে 'জোছনা'। ভরা পূর্ণিমা'র 'জোছনা'। 'জোছনা' হচ্ছে শহরবাসীর সবচেয়ে প্রিয় মাদক। জোছনা রাতে পৌরসভা যখন শহরের স্ট্রিট লাইটগুলো নিভিয়ে দেয় শহরবাসী ছেলে বুড়ো তখন প্রাণ খুলে 'জোছনা'কে উপভোগ করে। শহরবাসীর এই জোছনা-প্রেমকে কাজে লাগিয়ে অতি সন্তর্পণে বছর তিনেক পূর্বে সুনামগঞ্জে ঢুকে পড়ে বিষাক্ত মাদক হেরোইন। উদ্দেশ্য, সুনামগঞ্জের জোছনা ভূভূক নতুন প্রজন্মকে গ্রাস করা। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, সুনামগঞ্জ শহরে হেরোইনের প্রথম প্রবেশ ঘটে শহরের হাসননগর এলাকার তুহিন নামক এক যুবকের হাত ধরে। তুহিনের ছিলো একটি প্রাইভেট মাইক্রোবাস। সে নিজেই এটি চালাতো। প্রায়ই সে সুনামগঞ্জ থেকে সিলেট শহরে গিয়ে হেরোইন সেবন করতো। ধীরে ধীরে তুহিন তৈরি করে নেয় বেশ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব। তাদের নিয়ে সে আড্ডা দিতে দিতে এদের হাতে ধরিয়ে দেয় হেরোইনের পুরিয়া। শহরবাসীর অজান্তেই চলে এই হেরোইন সেবন।

অতঃপর জাহাঙ্গীর

তুহিন প্রথমে একা পড়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হেরোইন সেবন করলেও সুনামগঞ্জ শহরে হেরোইনের ব্যাপক বিস্তার ঘটায় জাহাঙ্গীর নামের এক ছাত্রলীগ ক্যাডার। সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার বাসিন্দা জাহাঙ্গীরের বসবাস ছিলো সুনামগঞ্জ শহরের জামাইপাড়ায়। ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, সুনামগঞ্জ শহরে তৎকালীন সরকার দলীয় এক নেতার ছত্রছায়ায় থাকা ছাত্রলীগ ক্যাডার জাহাঙ্গীর সুনামগঞ্জে বছর তিনেক পূর্বে হেরোইন আনতে শুরু করে। সিলেট শহর থেকে সে হেরোইন নিয়ে এসে নিজে সেবন করার পাশাপাশি শহরের পশ্চিমাংশের তেঘরিয়া, অরপিননগরসহ বেশ কিছু এলাকার দরিদ্র পরিবারের উঠতি কিছু কিশোর-তরুণদের বিনা পয়সায় হেরোইন সেবন করাতো। কিছুদিন যাওয়ার পর ওই কিশোর-তরুণরা হেরোইনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লে জাহাঙ্গীর কৌশল অবলম্বন করে বিনা পয়সায় হেরোইন দেয়া বন্ধ করে দেয়। আসক্তরা তাকে চেপে ধরলে সে জানায়, হেরোইন আনতে প্রচুর টাকা লাগে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, এক পর্যায়ে জাহাঙ্গীর আসক্তদের পরামর্শ দেয়, তার সাথে ব্যবসায় শেয়ার হবার। এতে আসক্তদের লাভ টাকাও আসবে। আবার মাগনা সেবনও করা যাবে। এতেই কাজ হয়। তার এ আহ্বানে সাড়া দেয় আসক্তরা। তারা দশ পুরিয়া হেরোইন বিক্রি করে এক পুরিয়া মাগনা সেবন করে। এভাবে ধীরে ধীরে সুনামগঞ্জ শহরে বাড়তে থাকে হেরোইনসেবীর সংখ্যা। এ সংখ্যা প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০-এর কোঠায় গিয়ে পৌঁছে যায়। অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে শহরে হেরোইনের এতোটাই বিস্তার ঘটেছিল যে, শহরের হাছননগর, তেঘরিয়া, ষোলঘর, কলেজ ক্যাম্পাস, আরপিননগর, নবীনগর, ওয়েজখালি এলাকার বিশেষ কিছু স্থানে প্রায় নিয়মিত আড্ডা বসত হেরোইনসেবীদের।

ছাত্রলীগ ক্যাডার জাহাঙ্গীর সুনামগঞ্জ শহরে হেরোইনের ব্যবসা শুরু করার পর এই ব্যবসায় হাত দেয় আরো অনেকে। এদের মধ্যে বর্তমান শাসকদলের ছাত্রশাখা ছাত্রদলের নেতা দোহা, জিয়া, সেলিম, ব্যাটা (বেঁটে), সাপু, মাসুম, উজ্জ্বল। আর আছে গুল তাহেরের মা। বর্তমান সময়ে এরা সুনামগঞ্জে হেরোইন নামক বিষাক্ত মাদকের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রলীগ ক্যাডার জাহাঙ্গীরের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য পাওয়া গেছে। শহরবাসী কারো কারো মতে, সরকার বদলের পর জাহাঙ্গীর আত্মগোপন করেছে, আবার কারো কারো মতে, সে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। আসল তথ্যটা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারেননি।

সামাজিক আন্দোলন

বছর তিনেক পূর্বে জোছনার শহর সুনামগঞ্জে জোছনাকে গ্রাস করতে আর প্রজন্মকে ধ্বংস করতে হেরোইনের প্রবেশ ঘটলেও বিষয়টি সুনামগঞ্জবাসীর অলক্ষে থাকায় তেমন প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। কিন্তু যখন গোটা শহর জুড়ে হেরোইনের ব্যাপক বিস্তার ঘটে তখন শহরবাসীর মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শহরের প্রতিটি পরিবারের অভিভাবক নিজেদের সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। কখন কার সন্তানকে এই বিষাক্ত মাদক আসক্ত করে এই নিয়ে যতো দুশ্চিন্তা। অনুসন্ধানকালে শহরবাসী অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মাদক ব্যবসায়ী ও সেবীদের এতোটাই দাপট ছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়া মানে নিজেদের বিপদ ডেকে নিয়ে আসা। গত সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে এই

প্রতিবেদক পেশাগত কাজে সুনামগঞ্জ শহরে গেলে শহরেরই কলেজ পড়ুয়া এক মেধাবী ছাত্র মাসুম ২০০০-এর প্রতিবেদকের সঙ্গে হাছন রাজার বাড়িতে যাওয়ার পথে তেঘরিয়ার বেশ কয়েকটি স্পট দেখিয়ে বলেছিলেন, এসব স্পটে প্রকাশ্যে হেরোইনের আড্ডা বসলেও কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, সুনামগঞ্জ শহরের বেশ কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও কোনো সুবিধা আদায় করতে পারছিলো না। তাদের এই প্রতিরোধ কোনো সফলতা অর্জন করতে পারছিলো না। এ অবস্থায় গত মাসের শেষের দিকে প্রথম আলোতে সুনামগঞ্জের মাদক বিরোধী একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে শহরবাসীর মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। শহরবাসী পৌর চেয়ারম্যান কবি মমিনুল মউজদীনের নেতৃত্বে মাদকের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসেন। অনুষ্ঠিত হয় মুক্ত আলোচনা। পাড়ায় পাড়ায় সভা হয়, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নাটোরে লাঠি-বাঁশি সমিতির মতো সুনামগঞ্জে হেরোইনের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ গড়ার আহ্বান জানান পৌর চেয়ারম্যান। হেরোইন ব্যবসায়ীরা চলে যায় আড়ালে।

ডেট লাইন ১২ মে

১২ মে, রোববার। বিকেল চারটা। সুনামগঞ্জ পৌরসভা চত্বর। লোকে-লোকারণ্য। নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-যুবতী সবাই একত্রিত হয়েছেন। এসেছেন বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার হাজার হাজার মানুষ। হেরোইনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে শহরের নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বয়সী ছেলে-মেয়েরা জড়ো হচ্ছেন পৌরসভা চত্বরে। সবার উদ্দেশ্য একটা, সুনামগঞ্জ থেকে হেরোইনসহ সবরকম মাদক চিরতরে নির্মূল করা। সমবেত লোকজন হেরোইনের বিরুদ্ধে তাদের ধিক্কার জানাচ্ছেন স্লোগানে স্লোগানে। ওই দিন বিকেলে বিশাল গণর‍্যালির মাধ্যমে সুনামগঞ্জ থেকে মাদক নির্মূলের আনুষ্ঠানিক আন্দোলন শুরু হয়।

ওই গণর‍্যালিপূর্ব সভায় অংশ নিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেন প্রবীণ রাজনীতিক প্রসুন কান্তি রায়সহ (বরুণ রায়) সুনামগঞ্জের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রত্যেক বক্তাই তাদের বক্তব্যে জানিয়েছেন, মাদকমুক্ত সুনামগঞ্জ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে।

গণর‍্যালিতে অংশ নিতে আসা ইপিআই টেকনিশিয়ান আরিজা বেগম সাপ্তাহিক ২০০০কে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'এতোদিন ভয়ে ছিলাম, হেরোইনের বিরুদ্ধে কথা বলিনি। এখন চেয়ারম্যান সামনে চলে আসায় সেই ভয় নেই।' স্বাস্থ্যকর্মী আরতি রায় ও নাসিমা বেগম ২০০০কে বলেন, 'আমরা স্বপ্রণোদিত হয়ে এসেছি শহরকে হেরোইনমুক্ত করতে।' স্কুল শিক্ষিকা তরুণী রোজিনা আক্তার, মুহিতা বেগম ও শেলী বেগম

এদের সকলের প্রত্যাশা সুনামগঞ্জ মাদক মুক্ত হবে

বলেছেন, 'হেরোইনসহ সব মাদক থেকে আমাদের স্বপ্নের শহরকে মুক্ত করতে এখানে জড়ো হয়েছি।'

জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক ও সাংবাদিক খলিলুর রহমান ২০০০কে বলেন, 'আমরা একটা সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলনে নেমেছি। যতোদিন আমাদের শহর হেরোইনমুক্ত না হবে ততোদিন পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।'

প্রশাসনের ভূমিকা

গত ৩ মে সুনামগঞ্জ পৌরসভায় হেরোইনের বিরুদ্ধে এক মুক্ত আলোচনায় সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার মীর শহীদুল ইসলাম বলেছিলেন, 'এই মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে পুলিশ সম্ভাব্য যা কিছু করার অবশ্যই করবে।' এসপির ওই বক্তব্যের সূত্র ধরে সাপ্তাহিক ২০০০ অনুসন্ধান চালালে শহরবাসী অনেকেই বলেছেন, পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট আন্তরিক নয়। তারা বলেন, প্রশাসন আন্তরিক হলে সুনামগঞ্জ শহর থেকে হেরোইন চিরতরে নির্মূল করা সম্ভব।

এ ব্যাপারে এসপির সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি ২০০০কে বলেন, 'আমরা তো চেষ্টা করছি। যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদেরকে ধরা হচ্ছে, ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে।' পুলিশের আন্তরিকতার অভাব প্রসঙ্গে এসপি বললেন, 'যারা বলছেন এ ব্যাপারে পুলিশের আন্তরিকতার অভাব, তারা ক্ষমতা পেলে হয়তো নির্মূল করতে পারবে।' শহরবাসীর সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে এএসপি বলেন, 'এই আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা প্রকাশ করার কিছু নেই। আমরা আমাদের কাজ করছি। আন্দোলন হচ্ছে শহরবাসীর কাজ।'

হেরোইনসহ সবরকম মাদকমুক্ত শহর গড়ার ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন যাই বলুক, শহরবাসী কিন্তু আন্তরিক। এজন্য তারা প্রশাসনকে সবরকম সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। আর শহরবাসীর এই আন্তরিকতাটুকু প্রশাসনের গ্রহণ করা উচিত। নতুবা সুনামগঞ্জবাসী পুলিশের বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তুলতে দ্বিধা করবে না। এরকম ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে পৌর কমিশনার শামীম চৌধুরী সামু'র গণর‍্যালি পূর্ব সভায় দেয়া বক্তব্য থেকে। সামু বলেছেন, 'আর যদি এক পুঁটলি হেরোইন শহরে ঢোকে তাহলে পুলিশমুক্ত সুনামগঞ্জ গড়ার আন্দোলন শুরু হবে।'

এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ুক সারা দেশে

সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশ প্রশাসনের ওপর আস্থা হারিয়ে উত্তরবঙ্গের জেলা শহর নাটোরের ব্যবসায়ীরা একদিন হাতে তুলে নিয়েছিলেন লাঠি-বাঁশি। প্রশাসন যেখানে সন্ত্রাস দমনে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে এবং হয়েছে, সেখানে ব্যবসায়ীদের লাঠি-বাঁশির দুর্দান্ত দাপটে সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজরা পালাতে বাধ্য হয়েছে। এখন নাটোরে ব্যবসায়ীরা নিরাপদ। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নাটোরের ব্যবসায়ীদের কথা গোটা দেশবাসী জানে। হাওরপাড়ের শহর সুনামগঞ্জে বছর তিনেক পূর্বে প্রশাসনের নাগালের মধ্যে অসম্ভব দাপটে হেরোইনের ব্যবসা শুরু করেছিল একদল যুবক। সময়ের ব্যবধানে সেই ব্যবসা গোটা শহরে বিস্তার লাভ করেছে। একের পর এক কিশোর-তরুণকে নিষিদ্ধ নেশার প্রতি আকৃষ্ট করে তাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল হেরোইন ব্যবসায়ীরা। প্রশাসন তাদের দমনে ব্যর্থ হয়েছে। শহরবাসীর চোখের সামনে ছেলেদের নষ্ট হয়ে যাওয়া দেখে গোটা সুনামগঞ্জবাসী সামাজিক আন্দোলনের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে হেরোইনের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনে বিজয়ের ব্যাপারে সবাই শতভাগ আশাবাদী। আমরা মনে করি, আমাদের প্রজন্মকে হেরোইনসহ সবরকম মাদকের হাত থেকে বাঁচাতে সুনামগঞ্জের মতো গোটা দেশ জুড়ে এই সামাজিক আন্দোলন শুরু হোক। আর এখনই সময় সেই আন্দোলনের। তবেই রক্ষা পাবে প্রজন্ম।